যুগান্তর

তারিখ 30 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খুবিতে আবাসন সংকট প্রকট

খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দেড় যুগ পার হলেও তীব্র আবাসন সমস্যা নিরসন হয়নি। রয়েছে একাডেমিক ভবন, পরিবহন ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের যথেষ্ট সংকট। অডিটোরিয়াম, জিমনেশিয়াম, বিনোদন ও প্রয়োজনীয় মেডিকেল সেবা থেকে বঞ্চিত সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আর এসব সমস্যার মধ্য দিয়েই শুরু হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বছরের শিক্ষা কার্যক্রম। ১৯৯১ সালে মাত্র ৮০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি স্কুলে ১৬টি ডিসিপ্লিনের অধীনে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি আবাসন সুবিধা। মাত্র ২টি ছাত্র ও ১টি ছাত্রী হল নিয়ে চলছে দেড় যুগের পুরনো এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন কার্যক্রম। ১৯৯৫ সালে খানজাহান আলী হল ও ২০০১ সালে খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ হল নির্মিত হয়। এ দুটি হলে আবাসন সুবিধা পাচ্ছে মাত্র ৬৮৮ জন ছাত্র যা মোট ছাত্রের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। বাকি ছাত্ররা অর্ধেক হল চার্জ পরিশোধ করেও বঞ্চিত হচ্ছে আবাসন সুবিধা থেকে। আবার চার তলার পরিকল্পনা থাকলেও তিন তলার পর থেমে যায় আহসানউল্লাহ হলের নির্মাণ কাজ। ফলে সীমাহীন সমস্যা পোহাতে হচ্ছে ছাত্রদের। অন্যদিকে ছাত্রীদের সমস্যা আরও প্রকট। একটি মাত্র ছাত্রী হল ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও নতুন করে নির্মাণ করা হয়নি আর কোন ছাত্রী হল। আবার অধিকাংশ আবাসিক ছাত্রীদের থাকতে হয় মূল ভবনের বাইরে এনেক্স ভবনে উক্ত আবাসিক মূল্য পরিশোধ করে। এছাড়া গণরুমেও এক সঙ্গে ২০-২৫ ছাত্রীকে থাকতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের একমাত্র একতলা বিশিষ্ট ছাত্রীহলটি দোতালায় উন্নীত করা হলেও এনেক্স ভবনকে ছাত্রী হলের সাথে একত্র করা হয়নি। এছাড়াও নতুন করে একটি একাডেমিক ও লাইব্রেরি ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হলেও নতুন কোন আবাসিক হল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে মানসম্মত বাড়ি ভাড়া না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের থাকতে হয় প্রায় ২-৩ কিলোমিটার দূরে নিরালা কিংবা অন্যান্য এলাকায়। ফলে মারাত্মক দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে তারা। এখনও হলে সিট না পাওয়া গণিত ডিসিপ্লিনের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র সাউদ আল ফয়সাল ঠিক এমনটিই বললেন। এবারই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের ব্যাপারে ইতিমধ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রতিষ্ঠার দেড় যুগে ব্যাপক একাডেমিক সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে প্রতিবছর দেশ-বিদেশ থেকে অনেক শিক্ষার্থী ছুটে আসে এখানে। কিন্তু এসেই দারুণভাবে হতাশ হয় এর অবকাঠামগত দুরবস্থা দেখে যা এ যুগের কোন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কাম্য নয়। দিন দিন তাই সোচ্চার হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের দাবি।

খুবির খান জাহান আলী হল — যুগান্তর